দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 15 MAR 1987
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

ডকুমেন্ট কেন্দ্র

বাংলাদেশ-রুমানিয়া যুক্ত ইশতাহার

শিক্ষা-বিজ্ঞান-সাংস্কৃতিক সহযোগিতায় গুরুত্বআরোপ

বাংলাদেশ ও রুমানিয়া বিশ্বে অস্ত্র প্রতিযোগিতা বৃদ্ধিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। উভয়দেশ একে বর্তমান বিশ্বের একটি অন্যতম প্রধান মারাত্মক সমস্যা বলে উল্লেখ করেছে। দু'দেশ পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ অর্জনের লক্ষ্যে অন্যান্য শান্তিকামী দেশের সাথে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার সংকল্পও পুনর্ব্যক্ত করে।

বাংলাদেশে রুমানিয়ার প্রেসিডেন্ট নিকোলাই চসেস্কুর রাষ্ট্রীয় সফর শেষে গতকাল ঢাকায় প্রকাশিত এক যুক্ত ইশতাহারে এ কথা বলা হয়।

বাংলাদেশে রুমানিয়ার প্রেসিডেন্টের এটাই প্রথম সফর। প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ও বেগম রওশন এরশাদের আমন্ত্রণে মিঃ চসেস্কু ও মাদান চসেস্কু এই সফরে আসেন। সফরকালে দু'নেতা দ্বিপক্ষীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে ব্যাপক আলোচনায় মিলিত হন। উভয় নেতা দু'দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করার ব্যাপারে তাঁদের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

যুক্ত ইশতাহারে বলা হয়, উভয় নেতা দু'দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক ও কারিগরি ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্প্রসারণের ব্যাপারে সম্মত হন। দু'দেশের জনগণের কল্যাণের স্বার্থে উভয় দেশের মধ্যকার বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতাকে আরো বৃদ্ধি এবং বহুমুখী করার ব্যাপারেও একমত হন।

ইশতাহারে বলা হয়, দু'নেতার মধ্যে বৈঠককালে দু'দেশের মধ্যকার সম্পর্ক আরো গভীর ও ব্যাপকতর করার লক্ষ্যে রাষ্ট্র নেতা ও উচ্চপর্যায়ের নিয়মিত সফর বিনিময়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

রুমানিয়ার প্রেসিডেন্টের সফরকালে দু'দেশের মধ্যে ৪টি বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষরের কথা উল্লেখ করা হয়। এগুলো হলোঃ (ক) বিনিয়োগ ও মূলধনের পারস্পরিক উন্নয়ন ও নিরাপত্তা, (খ) দ্বৈতকর রহিতকরণ ও আয়কর ফাঁকি প্রতিরোধ, (গ) জাহাজ পরিবহন ও (ঘ) অর্থনৈতিক,

শেষ পৃঃ ৮-এর কঃ দেখুন

যুক্ত ইশতাহার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কারিগরি ও বিজ্ঞান ক্ষেত্রে সহযোগিতায় দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি কর্মসূচী।

ইশতাহারে বলা হয়, উভয় প্রেসিডেন্ট দু'দেশের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার উন্নয়নসহ ভারসাম্যের ভিত্তিতে বাণিজ্যের উন্নয়ন নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। উভয় নেতাই দু'দেশের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক সম্প্রসারণের আরো বিস্তৃত সুযোগ রয়েছে বলে আস্থা প্রকাশ করেন। তাঁরা দু'দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যাপারে সম্মত হন।

ইশতাহারে বলা হয়, প্রেসিডেন্ট এরশাদ ও প্রেসিডেন্ট চসেস্কু ইউরোপ থেকে সামরিক পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র অপসারণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়ার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করেন।

ইশতাহারে বলা হয়, উভয় নেতা জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের সক্রিয় ও ইতিবাচক ভূমিকার প্রশংসা করেন। তাঁরা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যকার আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে সার্কের ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। খবর বাসস'র।

দু'দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সমঝোতা বৃদ্ধিতে উভয় নেতা শিক্ষা, বিজ্ঞান, সাংস্কৃতিক ও খেলাধুলার ক্ষেত্রে সহযোগিতার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁরা সাংস্কৃতিক ও বিজ্ঞান সহযোগিতা বিষয়ে বাংলাদেশ-রুমানিয়া চুক্তির কাঠামোর অধীনে উল্লেখিত ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার আহবান জানান।

ইশতাহারে বলা হয়, দু'নেতা উভয় দেশের সংসদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন। তাঁরা বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ও রুমানিয়ার গ্রাণ্ড ন্যাশনাল এসেম্বলির মধ্যে যোগাযোগ ও বিনিময় অব্যাহত ও সম্প্রসারিত করার ব্যাপারে সম্মত হন।

ইশতাহারে বলা হয়, বৈঠককালে উভয় নেতা বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে মত বিনিময় করেন। তাঁরা প্রধান বিশ্ব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে উভয় দেশের দৃষ্টিভঙ্গীর সাযুজ্যে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

ইশতাহারে বলা হয়, প্রেসিডেন্ট চসেস্কু প্রেসিডেন্ট এরশাদকে রুমানিয়ার সামরিক ব্যয় শতকরা ৫ ভাগ হ্রাসের ব্যাপারে অবহিত করেন। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট রুমানিয়ার এই সিদ্ধান্তে সন্তোষ প্রকাশ করেন।